বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

উদ্ভাবনের শিরোনামঃ ব্যাকআপ অনলাইন ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহের মাধ্যমে ভার্চুয়াল অফিস চলমান রাখা

পটভূমিঃ

১৯৭৩ সালে ইউনেস্কো সংবিধানের আর্টিকেল ৭ অনুসারে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে বিএনসিইউ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে মূলতঃ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ইউনেস্কো/আইসেস্কোর সাথে লিয়াঁজো করার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। অন্যান্য দেশের জাতীয় কমিশনগুলোর মতই বিএনসিইউ চিন্তা ও ধ্যান ধারণার আধার, মানদণ্ড নিরূপণকারী, নীতি নির্ধারণী বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, বিশ্বব্যাপী জাতীয় কমিশনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ও এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্রিয়ভাবেকাজ করে আসছে।

বিএনসিইউ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সভা সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি কর্মসূচিতে প্রতিনিধিত্ব করা ও প্রতিনিধিগণের জন্য ওয়ার্কিং পেপার তৈরির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ফলে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে রিপোর্ট প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণ ও অতীত কর্মকাণ্ডের মাঝে সমন্বয় সাধনের কাজ করা। বাংলাদেশ ও বৈদেশিক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি কেননা বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের কর্ম ও ছুটির দিবসে কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনকে বিভিন্ন প্রয়োজনে শুক্র ও শনিবার ভার্চুয়াল অফিস করতে হয়। যেমন, বিএনসিইউ এর প্রতিটি কর্মকর্তাকেই দিনভিত্তিক প্রতিটি কর্মদিবস ও প্রতিটি ছুটির দিনেই মেইল চেক করা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সমন্বয় করতে হয়। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রিপোর্ট, পত্র ও অফিস প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রেরণ করতে হয়। ফলে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সকল কর্মকর্তাই হার্ড ড্রাইভে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহে রাখেন যাতে প্রয়োজনে অফিসের বাইরে থেকেও ভার্চুয়াল অফিস চলমান রাখা যায়। উল্লেখ্য, বিএনসিইউ প্রায় শতভাগ ই-ফাইলে কর্ম সম্পাদন করে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য উপাত্ত ডেস্ক অনুযায়ী কর্মকর্তাগণ সংগ্রহে রেখে নিজ নিজ একাউন্ট হতে সম্পাদন করে থাকেন। উপরন্তু ছুটির দিন বাদে দেশে-বিদেশে অবস্থানকালেও

বিএনসিইউ এর সকল সদস্যগণ নিজ নিজ ই-ফাইল একাউন্ট থেকে কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। ফলে বিএনসিইউ সকল কর্মদিবসেই ভার্চুয়ালি সচল থেকে দেশী বিদেশী যোগাযোগের সমন্বয় করে থাকে।

পরিবর্তনের শুরু ও এ উদ্যোগের সুফল সমূহ

ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা সেমিনারে বিএনসিইউ কর্মকর্তা/মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তরের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসূচীগূলো বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক হয়ে থাকে। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একই প্রতিনিধিগণের একই কর্মসূচিতে পরবর্তী বছরে অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকেনা। ফলে, এখানে প্রতিনিধিগণের পূর্ব প্রস্তুতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণের ক্ষেত্রে তথ্যের সংকট দেখা যায়। তাই বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন উক্ত কর্মসূচিসমূহের সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সকলের মাঝে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করে অনলাইন ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহে রাখে। এতে করে বিএনসিইউতে কর্মরত সকল কর্মচারীগণ সত্যিকার অর্থেই গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চাকরি বিধি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টাই কর্মস্থলে উপস্থিত না থেকেও প্রয়োজনে কর্মে নিযুক্ত থাকতে পারেন। বস্তুত বিএনসিইউ এর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ব্যাকআপ অনলাইন ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহে রাখার উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বন করে বর্তমানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির কার্যালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে চলেছেন।

এ ছাড়াও প্রতিটি কর্মসূচীর পরবর্তী পর্যায়ে এক একটি ইনহাউস সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে বিএনসিইউ এর সকল কর্মকর্তা উক্ত নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে থাকেন। প্রশ্নোত্তর/জিজ্ঞাসা পর্বের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয় ও তাৎক্ষনিক সমাধান বা সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও বিষয় সংশ্লিষ্ট একেকটি রিপোর্ট প্রস্তুতি ও সহায়ক পুস্তক, সাময়িকী, ভিডিও, ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে এক একটি ফাইল/ফোল্ডারে তা ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন ই-নাইন সংক্রান্ত সকল কর্মসূচি সমূহের তথ্য বিএনসিইউ এর সংগ্রহে রয়েছে। এ সংক্রান্ত পুস্তক, লিফলেট, ভিডিও ডকুমেন্টেশন ইত্যাদি বিএনসিইউ এর সংগ্রহে রয়েছে। এতে করে বিএনসিইউতে অফিসে আগত শিক্ষার্থী, নায়েমের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা সহজ হয়ে থাকে। আশা করা যায়, বিএনসিইউ অন্যান্য দেশের জাতীয় কমিশনগুলোর মতই চিন্তা ও ধ্যান ধারণার আধার, মানদণ্ড নিরূপণকারী, নীতি নির্ধারণীবিষয়ক

পরামর্শ প্রদান, বিশ্বব্যাপী জাতীয় কমিশনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ও এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের অনুভূতি

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) এর উপকারভোগী বা অংশীজনের অনুভূতি এখনও জানা যায়নি কারণ বিএনসিইউ'র প্রত্যক্ষভাবে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করার সুযোগ কম হওয়ার ফলে এর উপকারভোগী বা অংশীজনের বিষয়টি এখনই বলা যাচ্ছেনা। তবে পরোক্ষ ভাবে নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে বিএনসিইউ কাজ করে থাকে। পরবর্তী কার্যক্রমে এ বিষয়টি নিয়ে কাজের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি সংগ্রহ করে জানানোর আশা করা যায়।

টিভিসি/গ্রাফ/ইন ফোগ্রাফিকস/ছবি/ভিডিও

ভিডিও লিঙ্কঃ

১। https://www.youtube.com/watch?v=47BOEajcz3w

২। https://www.youtube.com/watch?v=0LOqG7emxa8

৩। https://www.youtube.com/watch?v=amlcShTwW9o

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমঃ

১। মোঃ মনজুর হোসেন, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার, বিএনসিইউ এর নেতৃত্বে বিএনসিইউ এর সকল সদস্যবৃন্দ